মসজিদের প্রতি আদব

☛ আল্লাহ তাআলা বলেন,"আল্লাহ যে সব গৃহকে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখেনা। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। *(সূরা নূর ৩৬-৩৭ আয়াত)* "নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহতে ও পরকালের ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়,তারা সৎপথপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।" *(সূরা তাওবাহ ১৮ আয়াত)* "আর মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও ডেকো না।" *(সূরা জিন ১৮ আয়াত)* "যে আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ (যিক্‌র) করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে ?" *(সূরা বাক্বারাহ ১১৪)* "হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক (মসজিদ) নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। আর পানাহার কর কিন্তু অপচয় করো না। কারণ তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৩১ আয়াত)*

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর নিকট পৃথিবীর বুকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান হল মসজিদ। আর সব চেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হল বাজার। *(মুসলিম, আহমদ, সহীহুল জা-মে' ১৬৭ নং)*

☛ "যে ব্যক্তি পাখীর বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেবেন।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জা-মে' ৬১২৮ নং)*

☛ "মসজিদ অধিক কারুকার্য খচিত ও রঙচঙে করা বিধেয় নয়।" *(সহীহ আবু দাউদ' ৪৩১ নং)*

☛ মসজিদ অধিক নক্সাখচিত করলে এবং কুরআন শরীফকে আভরণে সুসজ্জিত করা হলে ধ্বংস নেমে আসবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৫১ নং)*

☛ কিয়ামতের অন্যতম পূর্ব লক্ষণ এই যে, লোকেরা নিজ নিজ মসজিদের বিভিন্ন সৌন্দর্য নিয়ে আপোসে গর্ব প্রদর্শন করবে। *(সহীহ আবু দাউদ ৪৩২ নং)*

☛ আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ করেন। কারণ, তারা তাদের আম্বিয়ার কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করে নিয়েছে। *(মুসলিম প্রমুখ, সহীহুল জা-মে ৫১০৮)* তাই মসজিদের সীমানার ভিতরে কাউকে দাফন করা বৈধ নয়।

☛ রসূল ﷺ মসজিদ সমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,পবিত্র ও সুগন্ধময় করে রাখতে আদেশ করেছেন। *(সহীহ আবু দাউদ ৪৩৬ নং)*

☛ মসজিদ প্রত্যেক ধর্মভীরু ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ,আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য শান্তি, করুণা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও বেহেশ্তের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। *(ত্বাবারানী, বায্যার, সহীহ তারগীব ৩২৫ নং)*

☛ যখনই কোন ব্যক্তি যিক্‌র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান শুরু করে তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেই রূপ খুশী হন, যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়। *(ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৩২২ নং)*

☛ ছায়াহীন কিয়ামতের দিনে যে সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন,তন্মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ২০৩১ নং)*

☛ যারা অধিকাধিক অন্ধকারে মসজিদ যাতায়াত করে তাদের জন্য রয়েছে,কিয়ামতে পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ। *(আবু দাউদ, তিরমিযী সহীহ তারগীব ৩১০ নং)*

☛ মসজিদ প্রবেশের সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়তে হয়,'বিসমিল্লাহ অসসালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক।' বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়তে হয়, বিসমিল্লাহ, অসসালাতু অসাসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিক।' *(মুসলিম আবু দাউদ প্রভৃতি,সহীহুল জা-মে ৫১৫ নং)*

☛ মসজিদ প্রবেশ করে দুই রাকাআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায না পড়ে বসা নিষিদ্ধ। *(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ, সহীহুল জা-মে ৫১৩ নং)* জুমআর আযানের সময় প্রবেশ করলে আযান চলাকালীন এবং খোতবা শুরু হয়ে গেলেও ঐ দুই রাক্আত নামায হাল্কা করে পরে নিতে হবে। *(মিসকাত, ১৪১১ নং)* তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়া কিয়ামতের এক লক্ষণ। *(সহীহুল জামে'৫৮৯৬ নং)*

☛ "যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়।" *(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৬৮৭ নং)*

☛ মসজিদে বসে তন্দ্রা বা ঢুল এলে স্থান পরিবর্তন করে বসা বিধেয়। *(সহীহ আবু দাউদ ১০২৫নং, মিশকাত ১৩৯৪ নং)*

☛ ৪০ বছর অপেক্ষা করা উত্তম, তবুও কোন সুতরাহীন নামাযীর সম্মখু বেয়ে অতিক্রম করা উচিত নয়। *(বুখারী,মুসলিম,মিশকাত ৭৭৬ নং)*

☛ কাঁচা পিয়াজ রসুন (বা অনুরূপ কোন দুর্গন্ধময় বস্তু যেমন বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি) খেয়ে মসজিদে আসা বৈধ নয়। কারণ এতে নামাযী ও ফিরিশ্তাগণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭০৭ নং)* বরং বিড়ি সিগারেট,গুল,জর্দা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা হারাম। সুতরাং তা বর্জন করা ওয়াজেব। পরন্তু মসজিদের সম্মান রক্ষার্থে সে সব হারাম জিনিস সঙ্গে নিয়ে বা পকেটে রেখে মসজিদে যাওয়া বা নামায পড়াও বৈধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭/৫৮)*

☛ মসজিদের ভিতর হৈ-হাল্লা, উচ্চস্বরে কথা বলা বৈধ নয়। *(বুখারী,মিশকাত ৭৪৪ নং)*

☛ (ইতিকাফ ছাড়া) মসজিদের কোন নির্দিষ্ট জায়গা সর্ব সময়ের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা বৈধ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৬৮ নং)*

☛ নামাযের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি, নামাযে রত ব্যক্তির অনুরূপ। সুতরাং দুই হাতের আঙ্গুলে-আঙ্গুলে খাঁজা-খাঁজি করে বসা বৈধ নয়। *(সহীহুল জা-মে ৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৬)*

☛ মহানবী ﷺ মসজিদে কিছু ক্রয়-বিক্রয়, হারানো বস্তু খোঁজা, (বাজে) কবিতা বা গজল পাঠ এবং জুমআর পূর্বে গোল হয়ে বসা থেকে নিষেধ করেছেন। *(আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ সহীহুল জামে' ৬৮৮৫ নং)*

☛ মসজিদে কেউ কিছু কেনা-বেচা করলে তার জন্য 'আল্লাহ ব্যবসায় লাভ না দিক্'বলে বদ্দুআ করা বিধেয়। অনুরূপ কেউ তার হারানো জিনিস মসজিদের ভিতর (ঘোষণা করে) খুঁজলে তার জন্যও 'আল্লাহ তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দিক্' বলে বদ্দুআ করা বিধেয়। *(তিরমিযী,হাকেম, সহীহুল জা-মে'৫৭৩ নং)* ঘরে জায়গা থাকতে মসজিদকে অভ্যাসগতভাবে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানানো উচিত নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কেউ যেন মসজিদকে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।' *(সহীহ তিরমিযী ১/১০৩)*

☛ মহানবী ﷺ বলেন,"আখেরী যামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা মসজিদে গোল-বৈঠক করে পার্থিব ও সাংসারিক গল্প-গুজব করবে। সুতরাং তোমরা তাদের সহিত বসো না। কারণ এমন লোকেদের নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।' *(ত্বাবারানী,সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৬৩ নং)*

☛ মসজিদকে রাস্তায় পরিণত করা বা পার্থিব কাজের জন্য মসজিদ বেয়ে আসা-যাওয়া করা নিষিদ্ধ। *(ত্বাবারানী,সহীহুল জা-মে' ৭২১৫ নং)* এরূপ করা কিয়ামতের এক লক্ষণ। *(সহীহুল জা-মে' ৫৮৯৯ নং)* মসজিদকে কোনও প্রকারে নোংরা করা বৈধ নয়। প্রস্রাব-পায়খানার জন্যও মসজিদ সঙ্গত নয়। মসজিদ হল কুরআন পাঠ,যিক্‌র ও নামায পড়ার জন্য। *(মুসলিম,আহমদ,সহিহুল জা-মে' ২২৬৮ নং)*

☛ মসজিদে থুথু বা কফ ফেলা গোনাহর কাজ। থুথু ইত্যাদি নোংরা বস্তু পরিস্কার করা নেকীর কাজ। *(আহমাদ ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ২৮৮৫ নং)* মসজিদের দরজার সামনে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। *(সহীহুল জা-মে' ৬৮১৩ নং)* ঋতুমতী মহিলা প্রভৃতি অপবিত্রের জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়। *(বুখারী,মুসলিম,মিশকাত ১৪৩১ নং)* মসজিদের ভিতর শরীয়তের কোন দন্ডবিধি (হদ্দ) কায়েম করা বৈধ নয়। *(সহীহ তিরমিযী ১১৩০ নং)*

☛ মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মুমিনের উচিত, নিজের ঘর অপেক্ষা এই ঘরের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া।

(সঞ্চয়নেঃ- আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী, সম্প্রচারেঃ- মাদ্রাসা নবভীয়া পিচকুরি-উক্তা, বর্ধমান)